60

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 MAR 1996 ..
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

৬ষ্ঠ হইতে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক সংকট প্রশ্নে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

শিক্ষা মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়ার সভাপতিত্বে গত রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ১৯৯৬ সালের ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী রচিত ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর বই মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের বর্তমান সমস্যা নিয়া ব্যাপক আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয়, গত বছরসমূহের ন্যায় চলতি বছরও ৬ষ্ঠ হইতে

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ষষ্ঠ হইতে নবম শ্রেণীর

(৩য় পৃঃ পর)

৯ম শ্রেণীর সকল পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের দায়িত্ব বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি পালন করিতেছে। সমিতির পক্ষ হইতে সভায় জানানো হয়—ইতিমধ্যে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর সকল বই মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণ করা হইয়াছে এবং ৯ম শ্রেণীর আবশ্যিক সকল মুখ্য বই ছাপানো হইয়াছে এবং উক্ত বই পর্যাপ্ত পরিমাণ মজুত আছে এবং তা আগামী ৭ এপ্রিলের মধ্যে নির্ধারিত মূল্যে বাজারজাতকরণ ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হইবে। সভায় জানানো হয় ৯ম শ্রেণীর অন্যান্য বই-এর মুদ্রণ পর্যায়ক্রমে সমাপ্ত হইতেছে এবং আগামী ৭ হইতে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে ঐ সমস্ত বই-এর মুদ্রণ শেষ করিয়া নির্ধারিত মূল্যে বাজারজাতকরণ ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হইবে। উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে বই মুদ্রণ, বাজারজাতকরণ ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (স্কুল)-এর নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর কর্মকর্তা এবং সমিতির সদস্যদের লইয়া ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

সমিতির পক্ষ থেকে আরো জানান হয় বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে কাগজ কলগুলি হইতে কাগজ আনিয়া বর্তমানে বই মুদ্রণ করা যেমন কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে তেমনি মুদ্রিত বই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরবরাহ করাও অসুবিধাজনক হইতেছে। সভায় দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র ও ছাত্রীদের লেখাপড়ার স্বার্থে বই-পুস্তক মুদ্রণ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বইয়ের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বই মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ ও মুদ্রিত বই পরিবহনে সকলের সহায়তা একান্তভাবে কামনা করা হয়।

সভায় আরও জানান হয়, পরিমার্জিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী রচিত এবং বর্তমান বছরে প্রকাশিত বইগুলি গত বছরসমূহের তুলনায় উন্নতমানের এবং তা আন্তর্জাতিক তুল্যমানের। এসমস্ত বই এমনভাবে রচনা করা হইয়াছে যে, ঐসমস্ত বইয়ের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য কোন নোট বই বা সহায়ক বইয়ের প্রয়োজন হইবে না। বস্তুত যদি কোন ছাত্র ও ছাত্রী চলতি বছরে নোট বা সহায়ক বই ব্যবহার করে তাহলে তা নতুন সিলেবাস ও নতুন পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিঘ্নিত করিবে। পরিবর্তিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে বর্তমান বছরে নোট বা সহায়ক বই ছাত্র ও ছাত্রীদের কোন উপকারে আসিবে না বরং তা ক্ষতি বহিয়া আনিতে পারে। এ অবস্থায় সভায় সর্বসম্মত ভাবে সকল পুস্তক প্রকাশকের নিকট আবেদন করা হয়, যেন তারা বর্তমান বছরে নোট বই ছাপা এবং বিক্রয় হইতে বিরত থাকেন। তাছাড়া সভায় ছাত্র ও ছাত্রী এবং শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের নোট বই ব্যবহার না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়।

সভায় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ এবং মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক-এর নির্বিঘ্ন পরিবহন ও চলাচলে সকলের সহায়তা একান্তভাবে কামনা করা হয়।

সভায় শিক্ষা সচিব মোঃ ইরশাদুল হক, অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সাধারণ সম্পাদকসহ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

—তথ্য বিবরণী